গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
কর্মসূচি পরিবীক্ষণ শাখা-২
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৮১.০৬.০১৪.১৬ -১৭ তারিখঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ' শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির পরিদর্শন প্রতিবেদন সংক্রান্ত।

অর্থ বিভাগের সহকারী প্রধান মোঃ মিনহাজুল ইসলাম সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মসূচি গত ১১-১২ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সরজমিন পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

2.2.2017

মোঃ মিনহাজুল ইসলাম
সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫৫০৭৩২

সংযুক্তি: ২ পাতা

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ:- উপ-প্রধান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।
২. মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, এফ-৪/ এ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩. গবেষণা কর্মকর্তা ও কর্মসূচি পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মসূচি; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, নারানখিয়া, খাগড়াছড়ি।

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (ক:প:)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
কর্মসূচি পরিবীক্ষণ শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ' শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির পরিদর্শন প্রতিবেদন সংক্রান্ত।

১.১। পরিদর্শনের তারিখ : ১২-১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

১.২। কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭।

১.৩। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮৬.২৫ লক্ষ টাকা।

১.৪ । প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১.৫। বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।

১.৬। কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবি : জিতেন চাকমা, গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।

১.৭। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত চারটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও সাঁওতাল) সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি এবং লোকজ উপাদানসমূহ সংগ্রহ করা। সংগৃহিত এসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্যাবলী নিয়ে প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর পৃথক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা। এছাড়া, এসব জাতিসত্তার সংস্কৃতির অধিকতর চর্চা সম্প্রসারণ করা এবং লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা কর্মসূচিটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.৮ । কর্মসূচির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক/ বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	কাজের উপাদান (পিপিএনবি অনুযায়ী)	পিপিএনবি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	বই মুদ্রণ ও বাঁধাই	১৬.৪০	১১টি	৬.৪০	৫টি (৪৫%)	১০.০০	৬টি (৫৫%)	-	অবশিষ্ট কাজ চলমান
০২	স্টেশনারী/ সিল/ স্ট্যাম্প	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	-	-	-
০৩	গবেষণা ব্যয়	৩৮.৭৮	--	৩২.০০		৬.৭৮		২.০০	অবশিষ্ট কাজ চলমান
০৪	বইপত্র সাময়িকী	১০.৭৩	৪০০০টি	৫.৭৩	২০০০টি (৫০%)	৫.০০	২০০০টি (৫০%)	-	অবশিষ্ট বই ক্রয় প্রক্রিয়াধীন
০৫	অডিও ভিডি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ	৯.০০	৪টি	৫.০০	৩টি (৭৫%)	৪.০০	১টি (২৫%)	-	ডকুমেন্টেশন তৈরীর কাজ চলমান
০৬	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১১.৭৪	৪টি	১১.৭৪	৪টি (১০০%)	-	-	-	-
০৭	সেমিনার	১৫.৭৪	১১টি	১১.৩০	৭টি (৬৪%)	৪.৪৪	৪টি (৩৬%)	-	অবশিষ্ট সেমিনার আয়োজন প্রক্রিয়াধীন
০৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.০০	৩০টি	২.০০	২০টি	১.০০	১০টি	১.০০	১০টি

					(৬৬%)		(৩৪%)		(১০০%)
০৯	উৎসব অনুষ্ঠান	২৭.০৬	৩টি	১৫.০৬	২টি (৬৬%)	১২.০০	১টি (৩৪%)	১২.০০	১টি (১০০%)
১০	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	২৮.৮০	২২৭টি	২২.৬৫	১৮০টি (৭৯%)	৬.১৫	৪৭টি (২১%)	৬.১৬	৪৭টি (১০০টি)
১১	কম্পিউটার ও সরঞ্জাম	১৩.০০	২৬টি	১৩.০০	২৬টি (১০০%)	-	-	-	-
১২	আসবাবপত্র	১০.০০	৫০টি	১০.০০	৫০টি (১০০%)	-	-	-	-
	মোট	**১৮৬.২৫**		**১৩৬.৮৮**	-	**৪৯.৩২**	-	**২১.১৬**	-

১.১০.সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

ক. নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠীগুলোর পৃথক সংস্কৃতি বর্ণাঢ্য বাংলা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৪টি খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করছে। এ জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহিত কর্মসূচিটি যুগোপোগী বলা যায়। তাছাড়া, কম্পিউটার ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ স্থানীয়দের প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি আঞ্চলিক নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির বিকাশে ভূমিকা রাখছে। কর্মসূচির অর্থায়নে কেনা বই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি এর লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করেছে। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

খ. মারমা সম্প্রদায়ের লোককাহিনীভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা 'পাঙখুম' অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্ণিত কর্মসূচির অধীনে 'পাঙখুম' এর ৫টি প্রদর্শনী (খাগড়াছড়িতে ৩টি, বান্দারবান ও রাঙামাটিতে ১টি করে) মঞ্চস্থ হয়েছে। এছাড়া, কর্মসূচির অর্থায়নে ক্রয়কৃত নাট্য উপকরণ দিয়ে বেসরকারি উদ্যোগেও পাঙখুমসহ অন্যান্য নাটক মঞ্চায়ন করা হচ্ছে, যা স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

১.১১. পরিদর্শনকালে কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির সমস্যা বিশ্লেষণঃ

ক.প্রারম্ভিকভাবে কর্মসূচির মেয়াদ জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কর্মসূচির অধীনে ৬টি বিষয়ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণাপূর্বক ১১টি বই প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া, ১১টি সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। গবেষক ও অভিজ্ঞ লেখকরা পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারায় নির্ধারিত সময়ে সবকটি বই ও সেমিনার সম্পন্ন করা যায় নি। এমতাবস্থায়, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কর্মসূচির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। গত ২৭ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় কর্মসূচির মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান করা হয় এবং বিএমসির সভার মাধ্যমে তা অনুমোদন করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কিন্তু, কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমসির সভা এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি এবং এ বিষয়ে কোন প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় নি।

খ. কর্মসুচির আওতায় ২০০০টি বই ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও ২০০০টি ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এত বিপুল পরিমাণ বই থাকা সত্ত্বেও লাইব্রেরিটি পাঠক আকৃষ্ট করতে পারছে না। বর্তমানে কেবল লাইব্রেরিতে বসেই পাঠকরা বই পড়তে পারেন। কার্ড প্রথা চালু করে বাসায় নিয়ে বই পড়ার সুযোগ চালু করলে কর্মসুচির আওতায় ক্রয়কৃত বইগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। এছাড়া, কোন লাইব্রেরিয়ান না থাকায় পাঠকরা প্রত্যাশিত সাচিবিক সহায়তা পাচ্ছেন না। একজন নিয়মিত লাইব্রেরিয়ান থাকলে লাইব্রেরিটিকে আরও কার্যকর করা সম্ভবপর হতে পারে।

গ.কর্মসূচির অর্থায়নে বেশকিছু ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম, বাংলাপিডিয়া ও বিভিন্ন জেলার ইতিহাস সম্বলিত বই কেনা হযেছে, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই খুব একটা ক্রয় করা হয় নি। এছাড়া, অখ্যাত কোন কোন লেখকের অধিক সংখ্যক বই কেনা হয়েছে।

১.১২. মতামত/সুপারিশঃ

ক. দ্রততম সময়ের মধ্যে বিএমসির সভা আয়োজন করে কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন এবং এ সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারিকরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে (বাস্তবায়নে: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কর্মসূচি পরিচালক);

খ. লাইব্রেরিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্ড প্রথা চালু করে বাসায় নিয়ে বই পড়ার সুযোগ চালু করা যেতে পারে (বাস্তবায়নে: পরিচালক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি);

গ. প্রস্তাবিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসূচির সকল কার্যক্রম সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে (বাস্তবায়নে: কর্মসূচি পরিচালক);

ঘ. অবশিষ্ট বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিখ্যাত বইগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে (বাস্তবায়নে: কর্মসূচি পরিচালক)।

মোঃ মিনহাজুল ইসলাম
সহকারী প্রধান
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।